আলমডাঙ্গায় উৎসবমুখর পরিবেশে অসুস্থতাকে পিছনে ফেলে ভোট দিলেন বৃদ্ধরা

শতবর্ষী বৃদ্ধা ওছিলা খাতুন (৯৯)। বয়সের ভারে নিজে হাঁটতে পারেন না। বার্ধক্যজনিতসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভ্যানে চেপে ভোটকেন্দ্রে এসেছেন ছেলে ও পুত্রবধুর সাথে। তাদের কোলে চড়ে ভোট দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, ‘আল্লাগ আর কত দিন বাঁচায় জানি না, মনে হয় জীবনের শেষ ভোট দিয়ে গেলাম।’ বৃদ্ধা আহত ওছিলা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের ফরিদপুর গ্রামের কারিগরপাড়ার মৃত মানিক মিয়ার স্ত্রী।সরজমিনে দেখা যায়, গতকাল রোববার (২৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভিতরে একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের উপরে কম্বল গায়ে সুয়ে আছেন বৃদ্ধা ওছিলা খাতুন।

সামনে এগুতেই পুত্রবধু আকলিমা খাতুন ও ছেলে শহিদুল ইসলাম এগিয়ে তাদের দাবি, ওছিলা খাতুনের বয়স একশো ছুইছুই। শতবর্ষী এই বৃদ্ধা চোখে দেখেন না, খুব একটা কথা বলতে পারেন না, তেমন শোনেন না কানেও। তবে এতো বাধাও আটকে রাখতে পারেনি ওই বৃদ্ধাকে। সকল বাধা উপেক্ষা করে আমাদের বললে আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছি ভোট কেন্দ্রে।

এদিকে কেন্দ্রের মধ্যে বৃদ্ধা ওছিলা খাতুন ভ্যানে করে ভোট দিতে আসায় তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায় ভোটারদের মধ্যে। সবাই তার কাছে আসেন। তার বিষয়ে খোজ খবর জানার চেষ্টা করেন। এতে ভোট কেন্দ্রে তাঁর পাশে ভিড় জমে যায়।

ছেলে শহিদুল ইসলাম বলেন, আমার মা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ। বয়সের ভাবে হাটতেও পারেন না। বলতে গেলে বিছানাগত। ভোটের আগে চারিদিকে মাইকে প্রচার-প্রচারণা শুনতে পেয়ে ভোট দেবার ইচ্ছা পোষন করে আমাদেরকে জানায়। আমরাও মায়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে ভোট দিতে নিয়ে এসেছি। ভোট দিয়ে আমার মা খুব খুশি হয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছে। আমরাও ভোট প্রদান করেছি।

পুত্রবধু আকলিমা খাতুন বলেন, আমার শাশুড়ির বয়স প্রায় ১০০ ছুইছুই।

হাঁটা-চলা করতে অন্যের সহযোগিতা নিতে হয়। ভোট দেয়ার কথা আমাদের জানালে আমরা না করতে পারিনি। এই বৃদ্ধা বয়সে তার ইচ্ছা পূরণ করতেই ভোট কেন্দ্রে নিয়ে এসেছি ভ্যানযোগে। পরে কোলে করে বুথে নেয়া হয়। এরপর দায়ীত্বরতদের সহযোগীতায় পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর থেকে আমরাই শাশুড়ি মা’কে দেখাশোনা করি। ভোট দেওয়ার বেশ আগ্রহ ছিল তার। তাই সবাই মিলে কেন্দ্রে নিয়ে এসেছি। ভোট দিতে পেরে তিনি বেশ খুশি।’

আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজের প্রভাষক ও ফরিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার হাবিবুর রহমান বলেন, ওছিলা খাতুন বয়স্ক ও অসুস্থ হওয়ায় তাকে আগে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওই কেন্দ্রে কোন অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি।

শতবর্ষি ছকিনা, আশিতপর হাওয়াজান রহিমা খাতুন নাতনীর সাথে এসে ভোট দিলেন I

শত বছর বয়সী ছকিনা বেওয়া এসেছেন নাতনীর হাত ধরে ভোট দিতে। ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের জুগিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে।

নাতনি হুসনেয়ারা জানালেন, আমার দাদা আইন উদ্দীন মারা গেছেন প্রায় ৩৫ বছর আগে।

দাদি ভাল করে হাটতে ও চলতে ফিরতে পারেনা। চোখেও ভাল দেখেনা। তাই তাকে নিয়ে এসেছি ভোট দেয়াতে। একই ভোট কেন্দ্রে নাতি বউয়ের সাথে ভোট দিতে এসেছেন আশতিপর বৃদ্ধা হাওজান নেছা। তিনি বললেন আর ভোট দিতে পারবোনা। এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট হয়তো। আর কতবার ভোট দেবো।

এ ভোট কেন্দ্রটিতে দেখা গেছে আরেক শত বছর বয়সী রহিমা খাতুনের। ভারতের নাটনাতে ছিলো তার বাবার বাড়ি। বললেন জীবনে বহু ভোট দিয়েছেন। বললেন আমি ভারতে মহাত্মা গান্ধিকেও ভোট দিয়েছি। তারপর আজিজুল হকের সাথে বিয়ে করে এদেশে এসে অনেক ভোট দিয়েছি। এখন বৃদ্ধা হয়ে গেছি। তাই অন্যের সাহায্য নিয়ে ভোট দিলাম।

শৈলকুপায় আ’লীগের দু গ্রুফের সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ২০, গুলি বর্ষণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামীলীগের দু গ্রুপের সংঘর্ষে ৮টি বাড়িঘর ভাংচুর ও পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়েছে। জানা যায়,উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নের সাধুহাটি গ্রামে রবিবার সকাল ১১ টার সময় এ ঘটনা ঘটে। আসন্ন ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরই এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বর্তমান চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান জিকু ও সা”চু মাষ্টারের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে ৩ পুলিশ সদস্যসহ উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। আহতরা হলেন উপজেলার বিপ্রবকদিয়ার সারজিনা, মেহেদী হাসান, আয়ুব মোল্লা আঃ রহিম,নবিরুল ইসলাম, গোলাম কুদ্দুস,লিটন হোসেন , নবাব আলী রাসেল হোসেন রফিকুল ইসলাম, আঃ আজিজ, হাফিজুর রহমানসহ অনেকে এছাড়াও এসআই শিহাবুল ইসলাম, খাদেমুল ইসলাম ও ইকবাল হোসেন আহত হয়। আহতদের শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে আযুব মোল্লা, আব্দুর রহিম লিটন শিকদারকে আশংকাজনক অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।
এব্যাপারে শৈলকুপা থানা ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়।বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত আছে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা ভোট কেন্দ্রে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের জুগিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে চলছে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়।
বর্তমান গ্রামে থম থমে অবস্থা বিরাজ করছে।
ভোট দান ঠিকঠাক চললেও বেলা ১১ টার দিকে দুই মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া।
২ নং ওয়ার্ড মেম্বর প্রার্থী জাকির হোসেনর (ফুটবল মার্কা) সমর্থক নমাজ আলীর ছেলে মুরাদ আলী বর্তমান মেম্বর মফিজুল ইসলামকে (তালা মার্কা) গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ করলে মফিজুল ইসলামকে মারধর শুরু করে।
এঘটনার জের ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এতে মফিজুল ইসলাম গ্রুপের দুই জন আহত হন। মেম্বর মফিজুল ইসলাম অভিযোগ করেন, জাকির হোসেনর ক্যাডার বাহিনী জুগিন্দা মোড়ে দাড়িয়ে বাহাগুন্দা গ্রামের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দিচ্ছেনা।
বতর্মানে জাকির হোসেনর দুলাভাই সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে জুগিন্দা মোড়ে ভোটারদের বাধা দিচ্ছেন বলেন অভিযোগ করেন তিনি।
গাংনী থানার ওসি জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, র্যাব পুলিশ এসে পৌছেছে।

মৃত্যুর কাছে হার মানলেন সড়ক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরের ৬ টি ইউনিয়নে ভোট শুরু হয়েছে

তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের ৬ টি ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদর উপজেলার কুতুবপুর ও বুড়িপোতা এবং গাংনী উপজেলার কাজিপুর, রায়পুর ধানখোলা ও ষোলটাকা।

সকাল ৮ টা থেকে এক যোগে ভোটদান শুরু হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ রিটানিং অফিসার আব্দুল আজিজ জানান, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোটদান শুরু হয়েছে। অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠভাবে একটানা বিকাল চারটা পর্যন্ত চলবে।

ভোটকেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকেই বিপুল পরিমাণ নারী ভোটারের উপস্থিতিতি দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি পুরুষ ভোটারও আছে

আলমডাঙ্গায় নৌকা-বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হামলা, আহত ২

নির্বাচনের আগের রাতেই আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা প্রতীক ও আ.লীগের বিদ্রোহী বর্তমান চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারস প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের দুজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে ইউনিয়নের পাচকমলাপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, পাচকমলাপুর গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে সুজন (২৪) ও একই গ্রামের মৃত জুড়ন বিশ্বাসের ছেলে ঠান্ডু বিশ্বাস (৪২)। আহত ঠান্ডু বিশ্বাসের একটি হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ও আহত সুজনকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মুজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস বলেন, রাতে আমার কর্মী ঠান্ডু বিশ্বাসের উপর হামলা চালাই আ.লীগের (বিদ্রোহী) চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল হালিম মণ্ডলের সমর্থকরা। এসময় রড ও লাঠিসোটা নিয়ে বেধড় পিটিয়ে জখম করে। এতে তার একটি হাত ভেঙ্গে যায়। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আমি মুঠোফোনে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছি।

বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল হালিম মণ্ডল বলেন, রাতে নৌকা প্রতীকের দুই কর্মী পাচকমলাপুর গ্রামে একটি বস্তা নিয়ে সাইকেলযোগে শাহিনের বাড়ি খোজ করছিল। এসময় আমার কর্মী সুজন তার সাইকেলের পিছনে বস্তায় কি আছে জিজ্ঞাসা করলেই তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে তারা আমার কর্মী সুজনকে বেধড়ক মারধর করে। সুজনকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। আমি পুলিশকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহবুবুর রহমান বলেন, এক্স-রে রিপোর্ট পেয়েছি। ঠান্ডুর বাম হাত ভেঙ্গে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তির পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নৌকা প্রতীকের কর্মীরা সাইকেলের পিছনে একটি বস্তা নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকেরা বস্তায় কি আছে জানতে চাইলে নৌকা প্রতীকের একজনকে মারধর করে। তবে বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মীদের মারধর করেছে কিনা আমি জানিনা। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুর বলিয়ারপুরে আ.লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার বিকালে বলিয়ারপুর গ্রামে আয়োজিত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আব্দুস সালাম কে সভাপতি ও রফিকুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট এই ওয়ার্ড কমিটির অনুমোদন দেন।

৮নম্বর ওয়ার্ড (বলিয়ারপুর পশ্চিমপাড়া) আওয়ামী লীগের সভাপতি আনারুল ইসলাম ও আঃ সাত্তারকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল। প্রধান বক্তা জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু, জেলা পরিষদ সদস্য রফিকুল ইসলাম, আলাউদ্দীন মন্ডল, সাবেক ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন আ.লীগের সহসভাপতি আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন ।

আরো উপস্থিত ছিলেন থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসীম হোসেন স্বপন সহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হাসপাতালে ভর্তি বীর

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম

হৃদরোগ জনিত কারণে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি আছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম বিশ্বাস।

শনিবার সকাল ৭ টার দিকে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ভর্তি করা হয় বলে জানান তার ছেলে ইসতিয়াক আহমেদ শিমুল।

তার পরিবারের সদস্যরা বলেন, সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটের দিকে হৃদরোগজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমরা দেরি না করে তাকে ৭ টার সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখন তিনি মোটামুটি আগের থেকে ভালো আছেন।

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ফ্রি ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির আয়োজনে এবং নিপ্রো জেএমআই, ইবনে সিনা, ইনসেপটা ফার্মা ও বেক্সিমকো ফার্মা এর সহযোগীতায় বিনামূল্যে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সমিতির কার্যালয়ে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

শনিবার সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষদের বিনামূল্যে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ডা: মোঃ আব্দুল গাফফার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজ আল মামুন সহ হাসপাতালের

□□□□□□□□□□□□□□□